দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সমকালীন ভাবনা

মো. মোখলেছুর রহমান

বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Level Improvement Plan) সংক্ষেপে স্লিপ নামে পরিচিতি। এটি তৃণমূলে অবস্থিত বিদ্যালয় পর্যায়ের পরিকল্পনা। এটি স্কুল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরকারি ও স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রণীত ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা যা একটি প্রাইমারি স্কুলের সার্বিক উন্নয়নের দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ধারণাকে কেন্দ্র করে ২০১০-১১ অর্থবছরে এটি প্রণীত হয়।

স্লিপের লক্ষ্য স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সরকারি গ্রান্টের সঙ্গে স্থানীয় সম্পদ মিলিয়ে তহবিল গঠন করে বিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা। স্লিপের তহবিল গঠিত হবে সরকারি মঞ্জুরি এবং স্থানীয় জনগণের প্রদত্ত দানের মাধ্যমে। বিগত অর্থবছরগুলোর রেকর্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারি মঞ্জুরি ১০,০০০ থেকে ৪০,০০০-এ ঠেকেছে। স্থানীয় জনগণের চাঁদার/দানের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। সরকারি মঞ্জুরি সিড মানি হিসেবে কাজ করবে।

আত্রাই উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে স্লিপ সম্পর্কে যে চিত্র পাওয়া গেছে—কোনো বিদ্যালয়ে উল্লেখ করার মতো স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ করা হয়নি কিংবা পাওয়া যায়নি। শুধু স্থানীয় তহবিল দেখানোর জন্য এক বা দুই হাজার টাকা জমা করা হয়েছে। সিড মানি হিসেবে সরকারি যে বরাদ্দটুকু এসেছে তাই ব্যয় করা হয়েছে। কাজেই এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের যে ধারণাটি করা হয়েছিল তা একেবারেই বাস্তবায়িত হয়নি।

বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্লিপ একটি চমৎকার ধারণা হতে পারত। এটি কার্যকর করার জন্য কিছু সুপারিশ বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে—

১. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা কমিটির এক সুস্পষ্ট ভূমিকা পালনে দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিতে হবে।

২. উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ক্রয় প্রক্রিয়ার সভাপতি করলে প্রধানশিক্ষকের ওপর অনৈতিক কোনো চাপ থাকবে না। এতে প্রধানশিক্ষক নির্ভিক চিত্তে কাজ করতে পারবেন।

৩. স্লিপ তহবিলের সরকারি যে মঞ্জুরি দেওয়া হয় তা অর্থবছরের শুরুতে ছাড় করতে হবে যাতে তা ব্যয়ের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়।

৪. এসএমসি সভাপতি হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে হবে। এ শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক করা যেতে পারে। তাহলে সভাপতি হওয়ার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা কমে যাবে। আমাদের সমাজে এখন স্নাতক ডিগ্রিধারী লোকের অভাব নেই। কাজেই বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

৫. এসএমসি সভাপতির ক্ষেত্রে স্থানীয় তহবিল সংগ্রহের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে সভাপতির পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে। সভাপতি শুধু মাতবরি করবেন, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করবেন না তা হতে পারে না।

৬. স্লিপের জন্য প্রবর্তিত ফরমগুলো আরো সহজবোধ্য করতে হবে যাতে শিক্ষকরা সহজে এটি পূরণ করতে পারেন।

ক্রয় কমিটি থেকে প্রধানশিক্ষক কিংবা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বাদ দিলে সেটি সব চেয়ে ভালো ফল দিতে পারে। প্রধানশিক্ষক শুধু ক্রয়কৃত মালামাল বুঝে নেবেন এবং বিল পরিশোধ করবেন।

বর্তমানে প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৫,০০০ টাকা, টুকিটাকি মেরামতের জন্য ৯,০০০ টাকা এবং স্লিপের জন্য ৪০,০০০ টাকা মঞ্জুরি দেওয়া হয় যা একক ইউনিটে কম হলেও সামগ্রিক ইউনিটে অনেক বড়। সরকারি এ অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষকরা এ অর্থ ব্যয়ের ঝামেলায় যদি জড়িয়ে যান ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানের কাজ রেখে, তাহলে সেটি কোনোভাবে আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে না। কাজেই সময় এসেছে এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাববার।

নওগাঁ